International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.27-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.27-39

চিপকো আন্দোলন: উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে পরি্বেশবাদী আন্দোলনে গান্ধীবাদী চেতনার প্রভাব।

ড. মোনালিসা ভট্টাচার্য্য

সহকারী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ত্রিবেনী দেবী ভালটিয়া কলেজ, রানীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান, ভারত

Abstract:

The people's environmental and ecological awareness gave rise to a popular environmental movement in the Himalayan region, later known as the Chipko movement. The primary objectives of the Chipko movement were to protest against the indiscriminate felling of trees, protect the environment, conserve forests, and protect the rights of the people of the Himalayan region over their traditional forest lands. Gandhian ideals of non-violence and satyagraha inspired the peoples of the Himalayan region to protect the environment and ecology of their region. Not only men but also women played a central role in the Chipko movement. Local environmentalists and villagers, including prominent figures like Sundarlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt, led the movement. Women activists like Gaura Devi, Nanda Devi, Bhuri Devi, Jupli Devi, and Satyaswari Devi joined the Chipko movement. Gandhian Sarvadaya workers like Meera Ben and Sarla Ben lived in the Uttarakhand region for a long time. So, they are aware of the fact that environmental and ecological changes happening in the Himalayan region. They tried to spread the Gandhian spirit of "welfare of all" among the people. In other words, Gandhian leaders like Meera Ben and Sarla Ben set the scene for the future Chipko movement in the Himalayan region. The present research article will explore a comprehensive interpretation of the Chipko environmental movement in terms of the Gandhian spirit of non-violent satyagraha.

Keywords: Environmental movement, Ecology and Chipko, Chipko and Gandhiji, Gandhian ecology, Chipko and Satyagraha.

ভূমিকা: বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ জনগনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার অধিকার প্রদান করে আসছে। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অগনিত মানুষ দীর্ঘ সংগ্রাম করে আসছে মূলত মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথ ধরে। ১৯৭০ এর দশকে ভারতবর্ষে বনজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রনকে কেন্দ্র করে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। যার একদিকে ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় অপরিমিত বৃক্ষচ্ছেদন অন্যদিকে প্রত্যন্ত জনগনের অরণ্যের অধিকার রক্ষা। চিপকো আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়িক মানসিকতা নিয়ে গাছের ব্যবহার

রোধ করা। Zimmerer and Bassett (2003), লিখেছেন, "Uttarakhand helped to produce not only the distinct socio-spatial configurations of resource use found in the region, but, as illustrated, also the distinct characteristics of socio-political organization that served to shape the Chipko movement" (p.290). যার ফলশ্রুতিতে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের মূল বনসম্পদ ও জলসম্পদের কেন্দ্র হল হিমালয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল। যদিও জনসংখ্যাবৃদ্ধি, দারিদ্রতা এবং বনজ সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ নির্ভরশীলতাকে ব্যাপক হারে বাড়িয়ে দেয়। উপনিবেশিক শাসনের সময়থেকেই মূলত বানিজ্যিক স্বার্থে হিমালয়ের সমৃদ্ধশালী বনাঞ্চলকে ব্যবহার করে আসছে কিছু ব্যবসায়ী শ্রেণী। সেই সঙ্গে উন্নয়নের নামে সরকারী উদ্যোগে বৃক্ষচ্ছেদন হিমালয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিবেশকে ধ্বংস করে আসছে দীর্ঘদিন থেকেই। এ সম্পর্কে চন্ডী প্রসাদ ভাট লিখেছেন, "The government itself is a culprit in the exploitation of the forests in the name of so-called welfare. Destruction continues in the name of development" (Bhat, 1990, p.7).

হিমালয়ের নদী অববাহিকা অঞ্চলে বিপুল পরিমানে গাছ কেটে ফেলার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলে খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, নদীতে পলিজমা প্রভৃতি বহু সমস্যা এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের জনজীবন ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে (Sachs, 1984)। এই প্রেক্ষাপটে চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটলেও প্রাথমিক পর্বে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বৃক্ষ সংরক্ষন ও বনসৃজন ঘটানো। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে এই আন্দোলন পরিবেশ সুরক্ষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আন্দোলনে গান্ধীবাদী চিন্তার প্রভাব। এর একদিকে যেমন ছিল গান্ধীবাদী মীরাবেন, সরলাবেন, সুন্দরলাল বহুগুনা প্রমূখ গান্ধীবাদী আন্দোলনকারীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব অন্যদিকে তেমনি ছিল প্রকৃতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নৈনিতাল, দেরাদুন, নরেন্দ্রনগর তেহরী, উত্তরকাশী, যোশীমঠ প্রভৃতি অঞ্চলে সুন্দরলাল বহুগুনা এবং চন্ডিকা প্রসাদ ভাটের নিরলস প্রয়াস। যদিও রামচন্দ্র গুহের মতে, "ঔপনিবেশিকতা এবং পরিবেশগত পতনের মধ্যে সম্পর্ক আধুনিক ভারতের বেশিরভাগ ইতিহাসবিদদের দ্বারা উপেক্ষিত, যারা ঔপনিবেশিক শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতির দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন" (Guha, 1989, p. XIII)।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: অরণ্য সম্পদ হিমালয়ের জীববৈচিত্রকে বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত জৈব সম্পদ হিসাবেই বিবেচিত হয়। বিভিন্ন ধরণের গাছ জন্মানোর ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে হওয়া অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ভূমিক্ষয়ের সম্ভবনা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও প্রাণী জগতের জীববৈচিত্রকে টিকিয়ে রাখতে পাহাড়ী অঞ্চলে এই অরণ্য সম্পদ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় (Guha, 1989, p. 147)। এমনকি এই অঞ্চলের তৃণ ও সবুজ গাছপালা ফার্ম হাউসের প্রাণীগুলির ক্ষুধা নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল। পাহাড়ী অঞ্চলে ধাপে ধাপে পাহাড় খোদাই করে তাতে চাষাবাদ যেহেতু খুব কষ্টসাধ্য ছিল সেহেতু এই অঞ্চলের মানুষেরা পশুপালনের উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল। গাছের শুকনো ডালই ছিল তাদের খাদ্য তৈরীর জন্য জ্বালানীর একমাত্র উপায়। অরণ্য থেকে সংগৃহীত গাছের ডাল, বাঁশ দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষেরা নিজেদের বাসস্থানও তৈরী করত। সেই সঙ্গে অরণ্য থেকে আহরিত ফলমূল, বিভিন্ন শাকসব্জি তাদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা মেটাত। অন্যদিকে ব্যাবসায়ীদের কাছে বনাঞ্চলের গুরুত্ব ছিল মূলত অর্থনৈতিক। কারণ, "Forests provide medicinal plants, essential oils, fatty oils, resins,

gums, tanning materials, dyes, besides raw materials for paper pulp, etc. Forests also provides fruits, edible nuts, fibres and hurbs for local consumption" (Parihar & Parihar, 2006, p.201).

১৮৫০ সালে উইলসনের পক্ষ থেকে তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলের সমগ্র অরণ্যকে মাত্র চারশো টাকায় লিজ দেওয়া হয়েছিল বেসরকারী হাতে। ব্রিটিশদের এই নীতির ফলে উক্ত অঞ্চলের বহু মূল্যবান দেবদারু ও চীর অরণ্য কেটে ফেলা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ কুড়ি বছরের জন্য বেসরকারী হাতে লীজ দিয়ে দেয় এবং এটি দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় উইলসনকে (Ghai & Vivian, 2014, p.265.) । যদিও ১৮৯৫ সালে তেহরী সরকার অরণ্য সম্পদের প্রকৃত আর্থিক মূল্য বুঝতে পেরে বনাঞ্চলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে সমগ্র বনাঞ্চল পরীখা দিয়ে ঘিরে দেয় যাতে গ্রামের মানুষ তাদের নিত্য ব্যবহার্য অরণ্য জাত সমগ্রী সংগ্রহ করতে না পারে। স্বাভাবিকভাবে গ্রামের মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়। তেহরীর রাজা ১৯০৫ সালের ৩১ শে মার্চ এর পুর্নবীক্ষণ এবং পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান ব্রিটিশ কর্তপক্ষের কাছে (Shiva, 2022, p.4)। অনুরোধে কর্নপাত না করার ফলে ১৯০৭ সালে বনদপ্তরের এক অফিসার সদানন্দের নেতৃত্বে জনগন আন্দোলনে সামিল হয়। জনগনের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ এবং যে কোন প্রকারে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির নীতি এই দুই বিপরীত প্রবনতার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ১৯৩০ এর দশকে গ্রামের অধিবাসীরা মূলত তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অরণ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে রেনি অঞ্চলে অরণ্য আইনকে না মানার জন্য অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলে। যমুনা নদীর তীরে শসস্ত্র বাহিনী সত্যাগ্রহীদের উপর গুলিবর্ষন করলে প্রচুর আন্দোলনকারী হতাহত হন। ফলশ্রুতি হিসাবে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে (Shiva, 2022, p.5)। সাকলানা, বৈদ্যগড়, কারাকোট, কীর্তিনগর প্রভৃতি অঞ্চলে স্বশাসিত পঞ্চায়েত গড়ে ওঠে।

ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে বিশেষভাবে সত্তরের দশক পর্যন্ত গাড়োয়াল অঞ্চলের অরণ্য থেকে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে বড়বড় গাছ কেটে নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু ছিল। বনবিভাগের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে শিল্পসংস্থা ঠিকাদারদের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের গাছ বিদেশে পাচার করতো। বনবিভাগের প্রত্যক্ষ মদতে ব্যাপকহারে গাছ কাটার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসাবে উক্ত অঞ্চলের মানুষেরা একযোগে ঠিকাদার শিল্পসংস্থা এবং সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর আর একটি কারণ ছিল এই যে, এই অঞ্চলের জনগন তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ফলমূল, জ্বালানী কাঠ প্রভৃতির জন্য বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ব্যবসায়ী কর্তৃক ব্যাপক পরিমানে বৃক্ষচ্ছেদন স্থানীয় জনগনকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতিবাদ হিসাবে গাড়োয়াল পার্শ্ববর্তী গোপেশ্বর, চামোলি, তেহরি, নরেন্দ্রনগর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ অরণ্য বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তোলে (Karan, 1994, pp.36-37)। উক্ত অঞ্চলের জনগনকে আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে গোপেশ্বর গ্রামে গঠিত হয়, 'দশোলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল' নামক সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। অরণ্য ও মানুষের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে জনগনের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল 'দশোলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল'(Bhat, 1990: 16)। এই পরিবেশ আন্দোলন 1970 এর দশকে আবির্ভূত হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে যা চিপকো আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহণ করে। হিন্দি ভাষায় 'চিপকো' শব্দের অর্থ 'আঁকড়ে ধরা' বা 'আলিঙ্গন করা', যা বৃক্ষকে রক্ষা করার জন্য আলিঙ্গন করার কার্যকে

প্রতীকী করে তোলে। চিপকো আন্দোলন ব্যাপক মনোযোগ লাভ করে যখন, 1973 সালে, পরিবেশ কর্মী সুন্দরলাল বহুগুনার নেতৃত্বে একদল গ্রামবাসী, প্রধানত মহিলারা, উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার মন্ডল গ্রামে বৃক্ষ ছেদন বন্ধ করতে সফল হয়। গাছগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাদের আলিঙ্গন করার এই অহিংস ও প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা আন্দোলনের বা প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। Heaslip (2005) লিখেছেন, "The villagers of Mandal resolved to hug the trees even if they risked being split by axes; young men even cemented this oath with signatures of blood. After continued and sustained protest in the form of 'tree-hugging', the labour and agents of Symonds Co. were forced to turn away from Mandal without felling a single tree" (p.33).

অনুপ্রেনার উৎস হিসাবে অহিংস সত্যাগ্রহ: প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য গান্ধীজির উদ্বেগ তার প্রকাশিত 'হিন্দ স্বরাজ' এবং 'সত্যের সাথে আমার পরীক্ষা' (My Experiment with Truth), এবং 'হরিজন', 'ইয়ং ইন্ডিয়া', 'নবজীবন'-এর মতো পত্রিকাগুলিতে প্রতিফলিত হয়। তিনি পরিবেশ পরিচ্ছন্নতাকে ধার্মিকতা এবং স্বাধীনতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, ক্রমবর্ধমান দূষণ, দারিদ্র্য এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন মানব পরিবেশের প্রতিবন্ধক যার প্রভাব সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পড়ছে। তিনি স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন এবং জনগণকে তাদের অত্যাধুনিক চাহিদাগুলি হ্রাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যাতে প্রকৃতির উপর বোঝা কম হয়। J.K. Das (2021) বলেছেন, "Gandhiji expressed concern over urbanization and rapid industrialization which resulted in depletion of natural resources and presence of toxicity in air, water and soil. He was greatly influenced by Jainism and Buddhism which see Nature as a living entity and believed in harmonious relationship with nature" (p.10). ১৯২৯ সালে গান্ধীজীর উত্তারাখন্ড সফর জনমানসে অহিংস সত্যাগ্রহের ধারণা এবং অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করেছিল। তিনি উত্তারাখন্ডের জনগণের উপর যে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন তা সম্ভবত অন্য কোনো সাধক, দ্রষ্টা, শিল্পী, রাজনৈতিক নেতা বা সামাজিক বিপ্লবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৩০-৩১ সাল থেকেই ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অরণ্য সত্যাগ্রহ শুরু হয়। অরণ্য সংরক্ষণ এবং গ্রামবাসীদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল। 1927 সালের অরণ্য সংরক্ষণ আইন অরণ্য নির্ভর গ্রামীণ জনগনকে তীব্রভাবে ব্রিটিশ সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন বিরোধী করে তোলে। 1930-এর দশকে নতুন অরণ্য সংরক্ষণ আইন ও নীতির বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যাপক অরণ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় (Shiva & Bandyopadhyay, 1986, p.134)। অরণ্য সত্যাগ্রহ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেই সব মানুষদের মধ্যে যারা তাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের জন্য অরণ্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করত। বিশেষভাবে হিমালয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, পূর্বঘাট পাহাড়াঞ্চলের মধ্যভাগ জুড়ে এই আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। যদিও এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার দমন-পীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছিল এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতের মধ্যভাগে অবস্থিত গন্ড আদিবাসীদের আন্দোলনের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেছিল। ১৯৩০ সালের ৩০ শে মে তিলারী ও তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলের জনগনের অরণ্য আইন বিরোধী অহিংস প্রতিবাদ আন্দোলনে ব্রিটিশ কর্তপক্ষ গুলিবর্ষণ করে, যাতে ১২ জনের মৃত্যু হয় এবং একশো মানুষ আহত হন। ব্রিটিশ সরকার গুলিবর্ষন করলেও এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দিতে পারে নি। বরং এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া

হিসাবে অরণ্যকে কেন্দ্র করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে (Shiva & Bandyopadhyay, 1986, p. 136)। যার রেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও বজায় ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে গান্ধীজির অহিংস আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিমালয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনগণ অরণ্য রক্ষার আন্দোলন (চিপকো) শুরু করেছিল, যা পরবর্তী সময়ে উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল অঞ্চল থেকে উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, দক্ষিনে কর্ণাটক, পশ্চিমে রাজস্থান, পূর্বে বিহার এবং মধ্য ভারতের বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

In the early 1960's local. labor cooperatives and smallscale producers' cooperatives were established by villagers in each of the Himalayan districts of Uttar Pradesh, with the help of volunteer Gandhian social workers called 'Sarvodaya' workers ('those building a just society') (Berreman, 1985, p. 10)। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে যা কিছু সুবিধা পাওয়া যায় তা স্থানীয় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই সমবায়গুলি গ্রামের মানুষদের শ্রমিক ও কারিগর হিসাবে সংগঠিত করেছিল যাতে শ্রম ও পণ্যের চুক্তি সুরক্ষিত করা হয় যা সেই সময়ে কেবলমাত্র বেসরকারী শ্রমিক, ঠিকাদার এবং পাইকারদের মাধ্যমে বহিরাগতদের কাছে চলে যাচ্ছিল। 1972 সালে শুরু হওয়া ঘটনার ধারাবাহিকতায়, গ্রামবাসী এবং সর্বোদয় শ্রমিকরা গাছ কাটা বন্ধ করার জন্য কাঠের ঠিকাদার, তাদের কর্মচারী এবং সরকারের বন কর্মীদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল (Weber, 1987-88, p.618)। গ্রামবাসী এবং সর্বোদয় কর্মীরা গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহ ধারায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত, 1973 সালের প্রথম দিকে বৃক্ষ ছেদনের অনুমতি সরকার বাতিল করেছিল এবং বৃক্ষ সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। অরণ্যের অধিকার ও বৃক্ষ ছেদনের বিরুদ্ধে হিমালয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অহিংস ও সত্যাগ্রহের গান্ধীবাদী কৌশল পরবর্তী সময়কালে চিপকো আন্দোলন রূপে পরিচিতি লাভ করেছিল।

গান্ধীবাদী সরলা দেবী এবং মীরা বেন দীর্ঘদিন উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে বসবাস করার দরুন সেখানকার জনগনের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা গান্ধীবাদী "the welfare of all" চেতনাকে জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মীরা বেন মনে করতেন ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত পরিবর্তন এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা আধুনিক জীবনের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক পরিবেশের অপব্যবহারের কারণেই উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলি একসময় ভেঙে পড়েছিল (Guha, 1995, p.54)। তবে সেই প্রাচীন সভ্যতাগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংসে পৌঁছতে শতাব্দীব্যাপী সময় লেগেছিল। তিনি মনে করতেন আধুনিক যন্ত্রযুগ ও বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ যে ভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে তাতে বর্তমান বিশ্বসভ্যতার পরিসমাপ্তি হয়তো খুব বেশি দূরে নেই। গান্ধীবাদী পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মী মীরা বেন হিমালয়ের পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে নিছক অরণ্য সংহার নয়, বাণিজ্যিক বনায়নের জন্য উপযুক্ত প্রজাতির পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ওক অরণ্যের পাতার আবর্জনা পাহাড়ের জলাশয়ে জল সংরক্ষণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত জরুরি। মীরা বেন পরিবেশগত সমস্যাগুলির উপর অবিরাম জোর দিয়ে চিপকো আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বে ঠিকাদারদের বাধাদানের জন্য প্রান্তিক গ্রামবাসীদের সমবেতভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করে তুলেছিলেন। Weber (1987-88) লিখেছেন, "As life for the hill people became progressively harder,as the gap in living standards between them and the urban plains

dwellers became ever more glaring, and given the history of the region, it became only a matter of time before the efforts of the Sarvodaya (meaning the Gandhian social work establishment-literally, "the welfare of all") workers led to an outbreak of grass-roots activism" (p.617).

অরণ্য ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে, চিপকো আন্দোলন পরিবেশগত সচেতনতা বা 'পরিবেশের সচেতনতা'- বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। নৈনিতাল, দেরাদুন, নরেন্দ্রনগর, তেহরী, উত্তরকাশী, যোশীমঠ প্রভৃতি অঞ্চলে লোক সঙ্গীতের মাধ্যমে গাছ কাটার বিরুদ্ধে জনগনকে সচেতন এবং একত্রিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। চিপকো আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষ তাদের পরিবেশগত পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে ওঠেছিল এবং বনভূমিকে বাঁচিয়ে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল (Sarkar & Dasgupta, 2000, pp. 135-136)। পরিবেশগত দিক দিয়ে লক্ষ্য করা যায় ঘন ঘন বন্যার কারণে পাহাড়ি কৃষকদের জীবনযাত্রা এবং জীবিকাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 1970 সালের বন্যা এই অঞ্চলের পরিবেশগত ইতিহাসে একটি বাঁক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। স্থানীয় মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে 1970 সাল পর্যন্ত যে অরণ্য সংহার হয়েছিল তার ফলশ্রুতি ছিল এই ব্যাপক বন্যা, পরবর্তীতে বাড়িঘর এবং কৃষি জমির ক্ষতি এবং মানব ও পশুর জীবনচ্যুতি।

১৯৭৩ সালে রাজপুর অঞ্চলে বনবিভাগ ও ঠিকাদারদের গাছকাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। তাদের সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য বজায় রাখার তাগিতে চিপকো আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে (Guha,1989,p.156)। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন সুন্দরলাল বহুগুনা এবং চন্ডিকা প্রসাদ ভাট। গভীর রাতে গাছ কাটার পরিকল্পনা যখন ঠিকাদাররা গ্রহণ করে তখন স্থানীয় মহিলারা নিজেদের সন্তানদের মতো গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে। স্থানীয় মহিলামন্ডলের প্রধান গৌরা দেবী ২৭ টি গ্রামের মহিলাদের সংগঠিত করে বৃক্ষচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। Mallick (2021) – এর মতে, "On 26 March 1974, when the large-scale felling of trees was initiated and mountain people became aware of its dangers, women under the leadership of Gaura Devi held a three-day, three-night vigil that succeeded in preventing the lumbermen from commencing their work (p.47)." তাদের চাপের কাছে ঠিকাদাররা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং রেনি অঞ্চলে প্রায় ২৪১৫ টি গাছ বেঁচে যায় (Suguna, 2009, p. 53)। এই আন্দোলন ক্রমশ গাড়োয়ালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। বন কর্মকর্তা ও ঠিকাদাররা গ্রামের পুরুষ এবং সর্বোদয় কর্মীদের প্রলুব্ধ করে এবং তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বৃক্ষ ছেদনের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পুরুষদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও "…Gauri Devi saw the contractor's axemen skirting the village in hope of avoiding detection e n route to cutting the trees. She promptly mobilized the village women, who courageousIy confronted them and succeeded in completely stopping them, even converting some to the Chipko cause - an event immortalized in tales and songs of the movement (Berreman, 1985, p.10). গাড়োয়ালের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃক্ষ নিলাম বন্ধ করার জন্য প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। উত্তরাখন্ড সংঘর্ষ বাহিনী কুমায়ুনের নৈনিতাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবাধে বৃক্ষ নিলাম ও বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করতে আন্দোলন গড়ে তোলে।

স্থানীয় জনগন আন্দোলনে সামিল হওয়ার পরেও চামোলি জেলার পিন্ডার উপত্যাকা এবং যোশীমঠের পারসারিতে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন চলতে থাকে।

১৯৭৮-৭৯ সালে তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। গাড়োয়ালের বিভিন্ন জেলায় বনদপ্তরের সহায়তায় ঠিকাদাররা প্রচুর পরিমানে গাছ কাটার অনুমতি পায়। গ্রামাঞ্চলের মানুষের তীব্র বিরোধীতায়তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। উত্তর প্রদেশ সরকার আন্দোলনকারীদের দাবী মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি। ইতিমধ্যে বদিয়ারগড় এলাকায় বন দপ্তর চীর অরণ্য কেটে ফেলার অনুমতি দিলে গান্ধীবাদী পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুনা সেখানে চলে আসেন এবং স্থানীয় মানুষদের নিয়ে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। সুন্দরলালের স্ত্রী বিমলা স্থানীয় মহিলাদের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৮ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যা চরম আকার ধারণ করে ১৯৭৯ সালের ৯ই জানুয়ারী। ঐ দিন থেকে সুন্দরলাল আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। অনশন চলাকালীন পর্বে পুলিশ বহুগুনা এবং আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনা চিপকো আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। বহুগুনার গ্রেপ্তারে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ চিপকো আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং ঘোষণা করেন যে আগামী পনেরো বছর হিমালয় উপত্যাকা অঞ্চলে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন গাছ কাটা যাবে না। এই আন্দোলনে গান্ধীবাদী চেতনার সাফল্য সম্পর্কে Karan(1994) লিখেছেন, "The people have resisted it in various partsof India,mainly through the Gandhian noncooperative method of protest, well known as forest satyagraha,that was initially applied to environmental concerns by the Chipko movement during the 1970s. This movement had its origin in the politics of the distribution of the benefits of resources, but it has expanded to include the distribution of ecological costs" (pp.40-41).

আসলে গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের শপথগুলি তাঁর অনুগামীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেছিল যা সুন্দরলাল বহুগুনাকে শুধু অনুপ্রাণিতই করেনি, চিপকো আন্দোলনে তার প্রয়োগ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। গান্ধীর চিন্তাধারার প্রতি বহুগুণার আস্থা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই গড়ে উঠেছিল। আসলে বহুগুনার কাছে গান্ধীজী ছিলেন অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আদর্শ স্বরূপ। প্রাক-স্বাধীনতার সময় থেকে গান্ধীজী অহিংসার পথে সত্যাগ্রহ, অনশন, পদযাত্রার মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলার যে ধারা গড়ে তুলেছিলেন তা পরবর্তীকালে বহুগুনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল চিপকো আন্দোলনকে সেই পথে পরিচালিত করতে। বহুগুনা চিপকো আন্দোলনের পাশাপাশি তেহরি বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করেছিলেন। অহিংসার প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় থাকায় তিনি কখনোই সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ অনুসরণ করেননি। গান্ধীজিকে অনুসরণ করে তিনিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাস শুধু দুই রাজা বা শক্তির মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের পরিসংখ্যান নয়। অহিংসার পথ ধরে সহজ-সরল, সাধারণ মানুষের জন্য ইতিহাস লেখা যেতে পারে। তিনি চিপকো আন্দোলন এবং তেহরি বাঁধ বিরোধী আন্দোলন এই দুটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন যেখানে শত শত সাধারণ মানুষ অহিংস সত্যাগ্রহের পথে এই আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল। James (2013) লিখেছেন, "Bahuguna's commitment to the vows of Gandhi is supported by his appreciation for the modern science of ecology. Yet for him, the insights of ecology and the issues it raises are simply an extension of the concerns for which Gandhi was working. In my last visit with Bahuguna, in

January 2010, he said, if Gandhi were alive today he would be working for the protection of the environment" (p.211). সুন্দরলাল বহুগুনা ষাট বছর বয়সেও দুই দফা অনশন করেছিলেন (৪৫ দিন এবং ৭৪ দিন)। প্রকৃতপক্ষে, গান্ধীজি যাকে সোল ফোর্স নামে অভিহিত করেছেন যা একজন সত্যিকারের সত্যাগ্রহীর শক্তির উৎস তা প্রয়োগ করে তিনি তার শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

চিপকো আন্দোলন মূলত পরিবেশবাদী আন্দোলন হলেও এটি ছিল অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতীক (Guha, 1995,p. 166)। গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনের ধারণাকে সঠিকভাবেই প্রয়াগ করা হয়েছিল আর এ ক্ষেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মীরাবেন, সরলাবেন, প্রমূখ গান্ধী অনুগামীরা। গান্ধীবাদী আদর্শকে কাজে লাগিয়ে অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক গঠনমূলক কাজেও আন্দোলনকারীরা সামিল হয়েছিলেন। রামচন্দ্র গুহর বক্তব্য অনুযায়ী, "It is here that his life and message admit of more direct application, in the resistance to environmentally destructive projects or in the restoration of the relationship between the agrarian economy and its natural environment."(Guha,1995, pp.60**)** যেমন গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, হিমালয় অঞ্চলে নদীবাঁধ নির্মাণ এবং অনিয়ন্ত্রিত খননকার্য রোধ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে চিপকো আন্দোলনের নৈতিক দিকটিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনকারীরা গ্রামবাসীদের নুন্যতম অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠা ও দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্যও আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলন কৃষিজীবীদের জন্য নৈতিক অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার দাবীকে আরো জোরদার করে তোলে। এমনকি আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার সরকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি আন্দোলনকারীদের দাবী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অনুরোধ করে।

চিপকো আন্দোলন মূলত অরণ্য সংরক্ষনের প্রতীক বলে বিবেচিত হলেও এই আন্দোলন মূলত দুটি স্বতন্ত্র মতাদর্শের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল। মতাদর্শগত বহুত্ববাদের প্রথমটি হল গান্ধীবাদ; যা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রথমসারির নেতা সুন্দরলাল বহুগুনার কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং যিনি মহাত্মা গান্ধী ও বিনোবা ভাবের অনুগামী হিসাবে প্রাক শিল্পায়ন অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন (Shinn, 2000, p. 214) । দ্বিতীয়টি হল গান্ধীবাদ ও পশ্চিমী সমাজবাদের সংমিশ্রণ যার পরিচয় পাওয়া যায় আরেক নেতা চন্ডীপ্রসাদ ভাটের কর্মসূচীর মধ্যে, যিনি জয়প্রকাশ নারায়ন ও রামমনোহর লোহিয়ার আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ সহ শিল্পায়নের বহু সংবেদনশীল পথ অন্বেষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

Shinn (2000) মনে করেন, গান্ধীবাদী দর্শন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে চিপকো আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা 'সত্য এবং অহিংসা' -র ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তিনি চিপকো আন্দোলনকে গান্ধীবাদী 'অহিংস এবং আত্মনির্ভরশীল পরিবেশগত দর্শনের প্রতি অবিচল আনুগত্য' হিসাবে উল্লেখ করেছেন (p.235)। চিপকো আন্দোলনকে গান্ধীবাদী ভাবধারার আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Shinn (2000) তিনটি উদাহরণ তুলে ধরে বলেছেন, প্রথমত, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে সুদীর্ঘকালীন সুসম্পর্কের ওপর চিপকো আন্দোলনকারীরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উৎপাদনের মৌলিক পদ্ধতি এবং গ্রামভিত্তিক শিল্পের স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করাই ছিল মূল লক্ষ্য; এবং, তৃতীয়ত, চিপকো নেতাদের অহিংস আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিশীলতা যা স্থানীয় স্ব-শাসন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণকে প্রতিরোধের মুখে ফেলেছিল" (pp.235-6)।

বস্তুতপক্ষে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে সরকার ও ব্যাবসায়ীদের প্রতি আবেদন নিবেদনের মধ্যদিয়ে বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করার চেষ্টা করা হলেও পরবর্তীতে চিপকো প্রত্যক্ষ অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহণ করেছিল গান্ধীবাদী আন্দোলনের দর্শন মেনেই। চণ্ডীপ্রসাদ ভাট গান্ধীবাদী অহিংস বাস্তুশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত যুক্তি প্রকাশ করেছেন এইভাবেঃ "Our movement goes beyond the erosion of land, to the erosion of human values.... The center of all of this is humankind. If we are not in a good relationship with the environment, the environment will be destroyed, and we will lose our ground. But if you halt the erosion of humankind, humankind will halt the erosion of the soil" (Shepard, 2012, p.80). চিপকো আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে গান্ধীবাদী বাস্তুশাস্ত্র অহিংস উপায়ে কেবলমাত্র পরিবেশগত অপব্যবহারের বিরোধিতাই করবে না, সেই সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ তৈরি করবে মানবতার জন্য।

চিপকো আন্দোলনের নৈতিক তাৎপর্য ছিল লক্ষ্য করার মত। ঠিকাদাররা গাছ কাটার পরিকল্পনা বাতিল করার পর বহিরাগত শ্রমিকদের যখন গ্রাম ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তখন গ্রামবাসীরাই তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এমনকি শ্রমিকদের শাস্তি না দেওয়ার জন্য ঠিকাদার ও পুলিশের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। আন্দোলনের সময় বা তার আগে যে গাছগুলি কাটা হয়েছিল সেগুলি থেকে গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়ার পর কাঠ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় বাদাগড় বনরক্ষা সমিতিকে। চিপকো আন্দোলন ছিল সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, গ্রামীণ জনগনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা পরিপূরণের ক্ষেত্রে সরকারের ঔদাসীন্যের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ। এই আন্দোলন কেবলমাত্র উন্নয়নের প্রতিকূলগত পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে ওঠেনি। যদিও চিপকো আন্দোলন যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিল এবং 1980 এবং 1990 এর দশক পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, তা সত্ত্বেও এটি ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের, বিশেষত অরণ্য সংহারের সঙ্গে সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধানে খুব বেশী সাফল্য লাভ করেনি। চিপকো আন্দোলন ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করলেও জীবিকানির্ভর কৃষির ক্ষয়প্রাপ্তি এবং উত্তরাখণ্ড থেকে বৃহৎ আকারে বহির্মুখী স্থানান্তর চিপকো আন্দোলনের সফলতার প্রতিবন্ধক বলা যেতে পারে। Gadgil ও Guha (1995)-র ভাষায় যারা ছিল 'ecological refugee'(p.33).

পি সি জোশী লিখেছেন, "The people of Uttarakhand are the true inheritors of Gandhi's legacy and the earnest implementers of his agenda for true swaraj, even though their movements have no conscious affiliation with Gandhi's name or his teachings" (Joshi, 2001, p.3311). চিপকো আন্দোলনকে ভারতে এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সক্রিয়তার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে করা হয়। এই আন্দোলনটি স্থানীয় এবং বৈশ্বিক সাংবাদিক, সমাজ কর্মী, পরিবেশবাদী, গান্ধীবাদী, আধ্যাত্মিক নেতা, রাজনীতিবিদ, সমাজ পরিবর্তন অনুশীলনকারী এবং নারীবাদীদের মতো বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠীর দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। নারীদের অংশগ্রহণ চিপকো আন্দোলন অবশ্যই জনপ্রিয় করে তুলেছিল। যদিও Vandana Shiva (1988), আক্ষেপ করেছেন এই মর্মে যে, চিপকো আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়নে নারীদের অবদানকে উপেক্ষা করা হয়েছে (p.64)। যদিও চিপকো আন্দোলনের ইতিহাস হল ব্যতিক্রমী সাহসী মহিলাদের আত্মদর্শন এবং নারী পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। চিপকো আন্দোলনের সূত্র ধরেই অন্যান্য পরিবেশবাদী আন্দোলনগুলিতে নারীদের একক

অংশগ্রহণ পরিবেশগত অন্তর্দৃষ্টি এবং নারীদের রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছে যা ভবিষ্যতের বৃহত্তর নারী জাগরণের তথা নারীর আত্মপরিচিতি লাভের পথ প্রশস্ত করে তুলেছে।

গান্ধীবাদীরা প্রার্থনা, উপবাস এবং পদযাত্রার মতো প্রতীকী প্রতিবাদের মাধ্যমে চিপকো আন্দোলনকে জোরদার করেছিল। এই আন্দোলনে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবও সুস্পষ্টভাবে গড়ে উঠেছিল বলে মনে করেন জর্জ এ জেমস । জেমস চিপকো আন্দোলনে ভগবদ গীতার প্রভাব সম্পর্কে সুন্দরলাল বহুগুনাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, "the ancient discourses that were heard over the entire seven days of the demonstration were not from the Bhagavadgita, but from the Bhagavad Katha. Katha are the narrative tales of the actions of divine beings from which practical moral lessons are often derived (James, 2000, p.513)". এই আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য আন্দোলনের নেতা নেত্রীরা ভারতের প্রচীন সনাতনী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও সঠিকমাত্রায় অনুসরণ করেছিলেন। যেমন আমৃত্যু অনশন, গীতার শ্লোককে উদ্ধৃত করা, পদযাত্রায় অংশগ্রহণ, সত্যাগ্রহ অবলম্বন, পূজার্চ্চনা পালন ইত্যাদি। এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমেই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা সরকার ঠিকাদারের অশুভ আঁতাত ও অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার শক্তি পেয়েছিল।

এই অঞ্চলের মহিলারা কেন চিপকো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসাবে গান্ধিবাদী সর্বোদয় কর্মীদের আদর্শগত ভিত্তিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে (Jain, 1984, p.1794) । চিপকো আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ নারী আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে যা ছিল সমতার প্রশ্নে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলিতে নারীদের ভূমিকা। রেনি বিক্ষোভের ফলে চিপকো আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং পরবর্তী সময়ের আন্দোলনগুলিতে নারীরা অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব অনেকাংশে বেড়েছিল তাই নয় মহিলারা নেতৃত্বদানে এগিয়ে এসেছিলেন (Sharma, 1987)। চিপকো আন্দোলন মহিলাদের নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন এবং আত্মবিশ্বাস বিকাশের একটি সুযোগও দিয়েছে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা অবশ্যই ক্ষমতায়িত হয়েছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের পরিবর্তন কার্যকর করার ক্ষমতা রয়েছে। তারা এই অঞ্চলের অন্যান্য মহিলাদের জন্যও রোল মডেল হয়ে উঠেছে এবং একটি নতুন প্রজন্মের নারীদের পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছে (Singh, 2023, p.1803)। চিপকো আন্দোলনে নারীদের সংহতি, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যৌথ অংশীদারিত্বের দাবিকে জোরদার করে তুলেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষদের কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই এককভাবে ঠিকাদার এবং বৃক্ষচ্ছেদন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। Somen Chakraborty (1999) চিপকো আন্দোলনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন, "It was the first occasion in which women participated in a major way independently of the male activists and without being biased in any ideological preoccupation... With this incident the movement also became a peasant movement. Women were defending their traditional forest rights against state encroachments." (p. 31)

বর্তমান দিনে মানুষের জীবনধারণের তাগিদেই পরিবেশকে সংরক্ষণ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ভারতবর্ষের জনগনের মনের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠেছিল বহু প্রাচীণ কাল থেকেই। পরাধীন ভারতবর্ষে অরণ্য

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদিবাসী ও উপজাতি মানুষেরা বেশ কয়েকবার সরকারের বিরুদ্ধে গন অভ্যুত্থানে সামিল হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার শিল্পোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে নতুন নতুন শিল্প, নতুন নদীবাঁধ ও নতুন নগরোন্নয়নের চাপে জল-জমি-জঙ্গল দূষিত হয়ে উঠতে থাকে। এই জল দূষণ, বায়ূ দূষণ এবং অরণ্য নিধন কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক পরিবেশবাদী আন্দোলন। দুর্ভাগ্যবশত, চিপকো আন্দোলনকে 'উন্নয়ন' এবং 'বাস্তুসংস্থান" সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসাবে প্রায়শই সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। Shiva & Bandopadhyay(1986) এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে লিখেছেন, "Conflict between exploitative economic growth and ecological development implies that, by questioning the destructive process of growth, ecological movements like Chipko are never an obstacle to the process of development. On the contrary, by constantly keeping ecological stability in focus, they provide the best guarantee for ensuring a stable material basis for life (p.140).

উপসংহার: চিপকো আন্দোলনের বিশেষত্ব হল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন এই আন্দোলন অহিংসা সত্যাগ্রহের আদর্শে গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালীন আন্দোলনগুলির সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যোগসূত্র গড়ে তুলেছিলেন গান্ধীবাদী নেতারা। যাদের মধ্যে মীরাবেন. সরলাবেন, দেব সুমন প্রমূখরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজির লবন সত্যাগ্রহের সময় দেবসুমন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গাড়োয়াল অঞ্চলের মানুষের আত্মসম্মান ও অধিকার আদায়ের দাবীতে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। মীরাবেন ও সরলাবেন দুজনেই গান্ধীজির একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তাঁরা হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আশ্রম স্থাপন করে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। গান্ধীজির মতাদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে সামাজিক সমস্যা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে পরিবেশবাদী চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। সুন্দরলাল বহুগুনা গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে দেব সুমনের নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন। তিনি চিপকো আন্দোলনকে গান্ধীবাদী রূপ দিয়েছিলেন। স্বভাবতই চিপকো আন্দোলনের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষের অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং বনসংরক্ষণমূলক উন্নয়নের ধারণা সম্পর্কে যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল তাতে পরিবেশবাদের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

চিপকো ভারত এবং সারা বিশ্বের পরিবেশ-সচেতন আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি সম্পর্কে বৃহত্তর সচেতনতা এবং তাদের সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করেছে। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই ভারত সরকার হিমালয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভাবে বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের আপ্পিকো আন্দোলন চিপকো আন্দোলনের দ্বারা বহু ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হয়েছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অরণ্য সংহারের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে চিপকো আন্দোলন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গান্ধীবাদী চেতনা সঞ্জাত অহিংস আন্দোলন হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্রঃ

1) Beckwith, Karen (2000). Beyond Compare? Women's movements in comparative perspective. European Journal of Political Research, 37(4), 431–468.
2) Berreman, Gerald D. (1985). Chipko: Nonviolent Direct Action to Save the Himalayas. South Asia Bulletin, 5 (2), 8–13.
3) Bhatt, C. P. (1990). The Chipko Andolan: forest conservation based on people's power. Environment and Urbanization, 2(1), 7-18.
4) Chakraborty, S. (1999). A Critique of Social Movements in India: Experiences of Chipko, Uttarakhand and Fishworkers Movement. Indian Social Institute.
5) Das, J. K. (2021). Gandhi and Environment. Orissa Review, September-October – 2021, 10.
6) Gadgil, M. & Guha, R. (1995). Ecology and Equity: The Use and Abuse of Nature in Contemporary India. Routledge.
7) Gerald, D. Berreman (1985). Chipko Nonviolent Direct Action to Save the Himalayas. South Asia Bulletin, 5(2), 8-13.
8) Ghai, D. & Vivian, J. M. (2014). Grassroots Environmental Action: People's Participation in Sustainable Development. Routledge.
9) Guha, R. (1988). Ideological Trends in Indian Environmentalism. Economic and Political Weekly, 23 (49), 2578-2581.Guha, R. (1989). The Unquiet Woods. Oxford University Press. p.XIII.
10) Guha, R. (1995). Mahatma Gandhi and the Environmental Movement in India. Capitalism Nature Socialism, 6(3), 47-61.
11) Heaslip, A. (2005). Ecology is Permanent Economy: An Examination of 'Environmentalism of the Poor' and the Chipko Movement. On Politics, 1(1), 29-42.
12) Jain, S. (Oct. 13, 1984). Women and People's Ecological Movement: A Case Study of Women's Role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh. Economic and Political Weekly, 19 (41),1788-1794
13) James, G.A. (2000). Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water. In Chapple, C.K. & Tucker, M.E. (Eds.), Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water (pp. 499-530). Harvard University Press.
14) James, G. A. (2013). Ecology Is Permanent Economy The Activism and Environmental Philosophy of Sunderlal Bahuguna. Suny Press.
15) Joshi, P. C. (August 25, 2001). In the Lap of the Himalaya: Gandhi's Visit to Uttarakhand. Economic and Political Weekly, 36 (34), 3300-3310.
16) Karan, P. P. (1994). Environmental Movements in India. Geographical Review, 84 (1), 32-41.
17) Mallick, K. (2021). Environmental Movements of India Chipko, Narmada Bachao Andolan. Navdanya Amsterdam University Press B.V.
18) Parihar, Sima M. & Parihar P.K. (2006). Characterization of Forest Resource Units of Bhagirathi River Basin in Garhwal Himalaya Using Remote Sensing and

GIS. In Prithipal Singh (Ed.), Perspectives in Plant Ecology and Environmental Biology (pp.199-224). Scientific Publishers.

19) Rana, Naresh, Sati S. P., Y.P. Sundriyal (2007). Socio-economic and Environmental Implications of the Hydroelectric Projects in Uttarakhand Himalaya, India. Journal of Mountain Science, 4 (4), 344~353
20) Sachs, I. (1984). Strategies of ecodevelopment. Ceres 17(4), 17-21.
21) Sarkar, Amitabha & Dasgupta, Samira (2000). Ethno-Ecology of Indian Tribes. Rawat Publications.
22) Shepard, Mark (2012). Gandhi Today: A Report on Mahatma Gandhi's Successors. Simple Publications.
23) Sharma, K., Nautiyal, K. and Pandey, B. (1987). Women in Struggle: The Role and Participation of Women in the Chipko Movement. Centre for Women's Development Studies.
24) Shinn, L.D. (2000). The Inner Logic of Gandhian Ecology**.** In Chapple, C.K. & Tucker, M.E. (Eds.), Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water (pp. 213-241). Harvard University Press.
25) Shiva, V. & Bandyopadhyay, J. (1986). The Evolution, Structure, and Impact of the Chipko Movement. Mountain Research and Development, 6(2), 133-142.
26) Shiva, V. (1988). Staying Alive, Women, Ecology and Survival in India. Kali for Women.
27) Shiva, V. (2022). Terra viva: my life in a biodiversity of movements. Chelsea Green Publishing.
28) Singh, Shruti (2021). Women in Chipko Movement. International Journal of Law Management & Humanities, 6(2).
29) Suguna, B. (2009). Women's Movements. Discovery Publishing House.
30) Weber, Thomas (Winter, 1987-1988). Is There Still a Chipko Andolan? Pacific Affairs, 60(4), 615-628.
31) Zimmerer, K.S. & Bassetts, T.J. (Eds.). (2003). Political Ecology: An Integrative Approach to Geography and Environment-Development Studies. The Guilford Press.